وه - وَ عَنْ أُمُ فَرُوةَ (رض) قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْآعْمَالِ اَفْصَلُ قَالَ الصَّلُوةُ لِآوُلُ وَقْتِهَا - رَوَّاهُ اَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابُوْ دَاوْدَ لِآوُلُ وَقَيْلَ اللَّهُ مِنْ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالْتَرْمِذِيُّ وَابُوْ دَاوْدَ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالْتَرْمِذِيُّ وَالْتَرْمِذِيُّ وَالْتَرْمِذِيُّ وَالْتَرْمِذِيُّ وَالْتَرْمِذِي وَهُو لَيْسَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ الْعَمْرِي وَهُو لَيْسَ مِالْقَوِي عِنْدُ اهْلُ الْحَدِيثِ -

৫৫৯। অনুবাদ: হযরত উমে ফারওয়া (রা) হতে বর্ণিত। জিবলেন, নবী করীম (স)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল বিকোন কাজ অধিক উত্তম? তিনি (উত্তরে) বললেন, নামায় ক্রপ্রথম ওয়াক্তে আদায় করা। (আহমদ, তিরমিয়ী ও আরু দাউদ্

ইমাম তিরমিয়ী (র) বলেন, এ হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে জ্বর আল আমরী ব্যতীত অন্য কারো হতে বর্ণিত নয়। অথচ জির হাদীসবিশারদগণের নিকট রাবী হিসেবে শক্তিশালী (নির্ভরযোগ্য)

হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত উমে ফার্ওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মহানবী (স)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, হে আল্লান্তর রাস্ল্! কোন কাজ অধিক উত্তম (অধিক সাওয়াবের কাজ)। উত্তরে তিনি বললেন, প্রথম সময়ে নামায আদায় করা অধিক উত্তম কাজ। আল্লামা ইক্র্ মালেক বলেন, হাদীসাংশে نَيْ اَوْلُ الْرَفْتِ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ الْمُونُونُ فَيْ اَوْلُ الْرَفْتِ عَلَى الْمُونُونِ وَوْتِهَا আ্লামা তীবি (র) বলেন, এখান বর্ণটি তাকীদের জন্য ব্যবহার হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعنى قُولِهِ الصَّلُوةُ لِأَوَّلِ الْوَقْتِ

मात्नक वत्ना بَالْصَلْوَةُ لَاوَلُ الْوَقْتِ अर्थ वावश्य श्वाक व्याक्ष : ১. ताज्न (प्र)-এत वानी المُصَلُوةُ لَاوَلُ الْوَقْتِ अर्थ वावश्व व्यवश्व व्यवश्व व्यवश्व व्यवश्व व्यवश्व المُصَلُوةُ لِاوَلُ الْوَقْتِ श्वात्नक वत्नन المُصَلُوةُ وَفَى الْوَقْتِ الْوَقْتِ अर्थ वावश्व व्यवश्व व्यवश्व व्यवश्व المُصَلُوةُ وَفَى الْوَقْتِ الْوَقْتِ الْوَقْتِ الْوَقْتِ الْمَعْلَى الْوَقْتِ الْمَعْلِي الْوَقْتِ الْمُعْلِيةِ اللهِ الْمُعْلِيةِ اللهِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ اللهِ الْمُعْلِيةِ اللهِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ اللهِ الْمُعْلِيةِ اللهِ الْمُعْلِيةِ اللهِ الْمُعْلِيةِ اللهِ الْمُعْلِيةِ اللهِ الْمُعْلِيةِ اللهِ اللهِ الْمُعْلِيةِ اللهِ الْمُعْلِيةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

मंसाविलत विद्धायं : चंद्रीं विद्धायं

مَ ٥٦٠ وَ كَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قُالَتْ مَا صَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلُوةً لِوَقْتِهَا الْأَخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَوَاهُ التَّرْمِذِيُ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَوَاهُ التَّرْمِذِيُ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَوَاهُ التَّرْمِذِيُ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ

৫৬০। অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) দু'বার কোনো নামাযকে এর শেষ সময়ে আদায় করেননি, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তুলে নেয়া পর্যন্ত। (তিরমিয়ী)

كَ صَلَى رَسُولُ اللّهِ (صَا - اللّهِ اللّهِ - اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

হাদী সের ব্যাখ্যা: উমূর্ল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ (স) তাঁর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত দু'বার কোনো নামাযকে এর শেষ সময়ে আদায় করেননি। অর্থাৎ জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত রাস্ল (স) অভ্যাসগতভাবে কখনো বিলম্ব করে একেবারে শেষ ওয়াওে নামায আদায় করেননি। এখানে হযরত আয়েশা (রা), রাস্ল (স)-এর একবার হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সাথে শেষ সময়ে নামায পড়া, আর একবার এক ব্যক্তিকে শিক্ষা দেয়ার জন্য শেষ সময়ে নামায পড়াকে বাদ দিয়ে অপর সময়ের কথা বলেছেন।

عَاذِ بن جَ عَادِ بن جَ তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, তোমরা এ নামাযকে (এশার নামায) বিলম্ব করে আদায় কর। কেননা এ নামায দারা তোমাদেরকে অন্য সব (নবীর) উন্মতের ওপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তোমাদের পূর্বে অন্য কোনো উন্মত এ নামায কখনো পড়েনি। (আবু দাউদ)

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ - जिन वरलन قَالَ - जानिक व्यन्तवान : (رضا) - مَعَنْ مُعَاذِ بَنِ جَبُلِ (رضا) - जिन वरलन قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ - जानिक व्यन्तवान : أَعْتِدُوا الصَّلَّةِ - जान्त्व्वार (म) देशां करत्र कर्ता वामाय कर्त कर्ता वामाय कर्त वाम्ववार (म) देशां - वे विकार कर्ति वर्णात वर्णात कर्ति वर्णात किना एउना अप (नवान) अपाएक प्रति (कात्ना हिन्म होने हिन्म होन

হাদীলের ব্যাখ্যা : প্রখ্যাত সাহাবী হ্যরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, তোমরা এশার নামাযকে দেরি করে আদায় কর। কেননা এ এশার নামাযের মাধ্যমে তোমাদেরকে অন্যান্য নবীদের উম্মতদের ওপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান গ্রার বাবে । (আল্লামা তীবি (র) বলেন, এ বাক্যটি প্রমাণ করে যে, পূর্ববর্তীদের শ্রীয়ত আমাদের জন্য পালনীয়, যদি এর বিপক্ষে রহিতকরণের করা থ্যেত্ব। দুলীল পাওয়া না যায়।) তোমাদের পূর্বে অন্য কোনো নবীর উন্মত এ নামায ফর্য হিসেবে কখনো আদায় করেনি কিংবা উন্মতে মুহাম্মদীর পদ্ধতির ন্যায় আদায় করেনি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

آمر एपति إفعال भक्षि वात्व أغتِمُوا मक्षि वात्व بهذه الصّلوة एपति वात اغتِمُوا بهذه الصّلوة भक्षि वात्व افعتَمُوا بهذه الصّلوة एपति वात्व افعتَمُوا بهذه الصّلوة प्राप्त वात्व والمُعرون والمُعرون والمُعرون والمُعرون العَتَمَة प्राप्त वा والعَتَمَة प्राप्त वा والعَتَمَة والمُعرون والمُ ব্যবহার হয়েছে। আর اکشلوة দারা এশার নামায উদ্দেশ্য।

সময়ের পূর্বে যদি আদায় করা হয়, তবে তা ওয়াক্তের পূর্বেই আদায় করা হবে।

অর্থাৎ, রাতে বিলম্ব করে অতিথিকে খাওয়ানো। এ হিসেবে হাদীসের মর্মার্থ হয়, তোমরা বিলম্বে এশার নামায আদায় কর।

ٱلْمُوَادُ بِقَوْلِهِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فَكِيلَتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأَمْمِ

- فَإِنْكُمْ قَدْ فُضَلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَ प्रिते वार्ण : त्राज्ञाह (त्र)-धत वाशी على سَأُنرُ الأُمَم पर्व रहिष्ठ, व नामाय द्वाता त्वामापत्रतक जना जरून नवीत उत्पादन उपत त्यांचे अनान कता रहाहह । विशास व नामाय द्वाता صَلُوةُ الْعِشَاءِ वार्ण विश्वाता का का रहाहह । এশার নামায উদ্দেশ্য। আর এ নামাযের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কারণ হচ্ছে, এ নামায ইতঃপূর্বে অন্য কোনো নবীর উন্মত ফর্য হিসেবে আদায় করেনি কিংবা উত্মতে মুহামদীর পদ্ধতির ন্যায় আদায় করেনি।

আল্লামা তীবি (র) বলেন, আলোচ্য উক্তিটি এ কথা প্রমাণ করে যে, পূর্ববর্তীদের শরীয়ত আমাদের জন্য পালনীয়, যদি এর বিপক্ষে রহিতকরণের

দলীল পাওয়া না যায়।

দু'হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্র ও তার সমাধান : হ্যরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর আলোচ্য হাদীস দারা বুঝা যায়, এশার নামায विर्मिष्टेजात छेनात प्रामिन कनारे व्यवर्जिक रायाह । शकाखरत रामीरम किनतानिक مُذَا وَفَتُ الْاَنْبِياءِ مِنْ قَبْلِكُ নবীদের ওপরও পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয ছিল। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে দ্বন্ধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। হাদীসবিশারদগণ এ দ্বন্দ্বের সমাধানে ক্য়েকটি বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন-

১. এশার নামায পূর্ববর্তী কোনো নবীর উন্মতের ওপর ফর্য ছিল না। তবে নবীদের ওপর ফর্য ছিল। যেমন- তাহাজ্জুদের নামায আমাদের নবীর

^{ওপর} ফর্য ছিল; কিন্তু আমাদের ওপর ফর্য নয়।

২. পূর্ববর্তী নবীদের উন্মতগণের এশার নামায ও আমাদের এশার নামাযের মধ্যে পদ্ধতিগত ভিন্নতা রয়েছে।

৩. এশার নামায এ উন্মতের জন্য ফর্য হিসেবে খাস, পূর্ববর্তীদের জন্য ছিল ঐচ্ছিক ব্যাপার।

৪. হাদীসে জিবরাঈলে 🗯 দ্বারা ফজরের নামাযকে বুঝানো হয়েছে।

৫. তাহাবী শরীফে বর্ণিত আছে, এশার নামায সর্বপ্রথম আমাদের নবীর ওপরে ফর্য হয়েছে। অতএব উপরিউক্ত আলোচনা দারা প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসদ্বয়ের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনো দন্দু নেই।

যে নবী সর্বপ্রথম যে নামায পড়েছেন : তাহাবী শরীফে উল্লেখ আছে,

১. হযরত আদম (আ)-এর তওবা ফজরের নামাযের সময় কবুল হয়েছে, এজন্য আদম (আ) ফজরের নামায পড়েছিলেন।

তানবীরুল মেশকাত : কিতাবুস সালাত ২. হ্যরত ইবরাহীম (আ) পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানি দিয়েছিলেন যোহরের সময়, যখন ইসমাঈলের স্থলে দুম্বা এসেছে তখন ইসমা ৩ হ্যুক্ত বেঁচে যাওয়ার শুকরিয়া আদায় করণার্থে তিনি যোহরের চার রাকাত নামায পড়েছিলেন।
ত ত্যাবাক স্বামান করণার্থে তিনি যোহরের চার রাকাত নামায পড়েছিলেন।

৩. হ্যরত ও্যায়ের (আ)-কে আসরের স্মর্য় পুনর্জীবিত করা হয়েছিল, তখন তিনি আসরের চার রাকাত নামায পড়েছেন।

৪. হ্যরত দাউদ (আ)-ত্রে আসরের স্মর্য় পুনর্জীবিত করা হয়েছিল, তখন তিনি আসরের চিন রাকাত নামায পড়েছেন। হ্যরত দাউদ (আ)-কে আসরের স্ময়্ পুনর্জীবিত করা হয়েছিল, তখন তিনি আসরের চার রাকাত নামায পড়েছেন।
 ৫. এশার নামায সর্বপ্রথম ক্রেছেরত মাগরিবের সময়ে হয়েছে, তখন তিনি মাগরিবের তিন রাকাত নামায

৫. এশার নামায সর্বপ্রথম আমাদের নবীর ওপরে ফর্য হয়েছে।

क्षां : गंबें विद्रायणे : गंबें विद्रायणे हिंदिया : चेंद्र केंद्र वादाम : تَحقِيقُ الْأَلْفَاظِ केंद्र के ्रामात्र वादाय التَّفْضِيلُ प्रामात्र केंद्र वादाय المَّخَهُول प्रामात्र केंद्र केंद

وَالَ انَا اللّهِ مَالَمَ وَاللّهِ مَاللّهِ وَاللّهِ مَاللهِ وَاللّهِ مَاللهُ وَاللّهِ مَاللهِ وَاللّهِ مَاللهُ وَاللّهِ مَاللهِ وَاللّهِ مَاللهُ وَاللّهُ مَاللهُ وَاللّهُ مَاللهُ وَاللّهُ مَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلّمُ وَاللّهُ لِسُقُوطِ الْقَمَرُ لِشَالِثَةِ - رَوَاهُ أَبُو دُاؤُدُ وَالدُّارِمِيُ

তৃতীয়বার চাঁদ অস্তমিত হলে এটা পড়তেন। (আবু দাউদ ও দান্ধে

শাকিক অনুবাদ : (رض) - তিনি বলেন, أَنَا اللّه - তিনি বলেন وَعَنِ النّعَمَانِ بِن بَشِيرِ (رض) - তিনি বলেন, النّال আমি ভালোভাবেই জানি, الخِرْة , الصّلوة صلوة العَشَّاءِ الأَخِرَة , ما المَّلُوة صلوة العَشَّاءِ الأَخِرَة , ما المَّلُوة صلوة العَشَّاءِ الأَخِرة , ما المَّلُوة صلوة العَشَاءِ الأَخِرة , ما المَّلُوة صلوة العَشَاءِ الأَخِرة , ما المَّلُوة صلوة العَشَاءِ الأَخِرة , ما المَّلُوة بيما من المُعَامِ المَّالِيَة بيما من المُعَامِ المَّالِة بيما المُعَامِ المَّالِيَة بيما المَّالِيَة بيما المَّالِية بيما المُعَامِ المُعَامِ المُعَامِ المُعَامِ المَّالِية بيما المَّالِية بيما المُعَامِ المَّالِية بيما المَالِية بيما المَالِية بيما المُعَامِ المَّالِية بيما المَالِية بيما المَالِية بيما المُعَامِ المَالِية بيما المُعَامِ المُعَامِ المُعَامِ المُعَامِ المَّالِية بيما المُعَامِ المُعَمِي المُعَامِ الم আবু দাউদ ও দারেমী (র) বর্ণনা করেছেন।

হাদীন্সের ব্যাখ্যা । বিশিষ্ট সাহাবী হয়রত নোমান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এশার নামাযের শেষ ওয়াজ স্থ টালোভারেই অবগ্রহ সম্প্রিক স্থান খুব ভালোভাবেই অবগত আছি। রাসূল্লাহ (স) চান্দ্রমাসের তৃতীয় রাতের চাদ অন্তমিত হওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে এশার নামায পড়াও অর্থাৎ একটা বিলম্প করে বিশ্বাহ বিশ্বাহ (স) চান্দ্রমাসের তৃতীয় রাতের চাদ অন্তমিত হওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে এশার নামায পড়া মন্তাহার । ক্রি অর্থাৎ একটু বিলম্ব করে এশার নামায আদায় করতেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, একটু বিলম্ব অবকাশের সাথে এশার নামায পড়া মুস্তাহাব। উল্লে মহানবীব যারে সাধারিক মহানবীর যুগে মাগরিবের নামাযকে প্রথম এশা এবং এশার নামাযকে দ্বিতীয় এশা বলা হতো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى قُولِهِ أَنَا أَعْلَمُ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلْوةِ

اَعُلُمُ بِوَقْتِ هٰذِه صَعَلَمُ بِوَقْتِ هُذِه الصَّلُوةِ అుलाচ্য হাদীসে হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা)-এর উজি – اَنَا اَعُلُمُ بِوَقْتِ هُذِه الصَّلُوةِ विता की तुर्याता হয়েছে, এ ব্যাপারে হাদীসবিশারদগণ কয়েকটি বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন-

ك. আলোচ্য হাদীসে হযরত নোমান্ ইবনে বশীরের কথা اَعَلَمُ عَالَ اَعَلَمُ اللهُ অধিক জ্ঞাত, দাবিটি তাঁর অহংকারের পরিচায়ক নয়; বরং। تَحَدُثُ بِالنِّعْمَةُ

২. অথবা এ বাক্যটি দ্বারা হাদীসটির প্রতি শ্রোতাদের বিশ্বাসকে আরো সুদৃঢ় করা উদ্দেশ্য।

৩. অথবা তাঁর أَعَلَمُ বলার কারণ হলো, তিনি এ হাদীসটি এমন এক যুগে বর্ণনা করেছেন, যখন প্রবীণ সাহাবীদের মধ্যে কেউই জী

. ৪. অথবা তাঁর ধারণা ছিল, বর্ণিত বিষয়টি অন্যান্য সাহাবীর তুলনায় তিনিই অধিক শরণ রেখেছেন।

أَلْمُرَادُ بِقُولِهِ صَلُوةِ الْعِشَاءِ الْأَخِرَةِ पाता खत्मना : अमीत्न الْخِرَة पाता खत्मना : अमीति صَلُوة الْعِشَاءِ الْأَخِرَة पाता खत्मना : अमीति صَلُوة الْعِشَاءِ الْأَخِرَة यूर्ण भागतित्वर्त्त नाभायतक وَ عَشَاء الْحِرُة वना शरण عِشاء الرَّلَي वर्ण भागतित्वर्त्त नाभायतक و ع

مُعَنَّى قُولِه لِسَقُوطِ الْقَحَرِ لِتَالِثَةٍ عَدُونُ वा সময় অথে ব্যবহার হয়েছে। আর এর অর্থ হলো مُعَنَّى عَالَمَةً مَا अधात لِتَالِثَةً مِّر لِتَالِثَةً অতএব شَفُوْطُ القَيْرَ দারা চন্দ্র অন্তমিত হওয়া উদ্দেশ্য, আর كَالِفَ वाরা মাসের তৃতীয় রাত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ চাল্রমাসের তৃতীয় রাতে ত শুক্রপক্ষের তৃতীয় রাতে চন্দ্র অস্তমিত হওয়ার সময় পর্যন্ত বিলম্ব করে রাস্ল (স) এশার নামায আদায় করতেন।

भरा देताव : مُحَلُ الْأَعْرَاب

ब्राह । عن عربة श्राह वे المُثَاء الأخرة श्राव : वाकाश्राणि مُذه الصَّلُوة श्राव : वाकाश्राणि مُذه العَشَاء الأخرة على المُعَمَّا عَلَى المُعَمَّاء الأخرة على المُعَمَّا عَلَى المُعَمَّا مُنْصُوب अर्थवा مُفْعُولُ अर्थवा وَعَمَّا الضَّلُوةِ वाक्यीव المُغَمَّلُ اللهُ عَلَى المُعَمَّا المُعَمَّالُ المُعَمَّالُ المُعَمَّالُ المُعَمَّالُ المُعَمَّالُ المُعَمَّلُ المُعَمَّالُ المُعَمَّالُ المُعَمَّالُ المُعَمَّلُ المُعَمَّالُ المُعَمَّلُ المُعَمَّالُ المُعَمَّلُ المُعَمِّلُ المُعَمَّلُ المُعَمَّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمَّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمَّلُ المُعَمِّلُ المُعَمَّلُ المُعَمِّلُ المُعْمِي المُعَمِّلُ المُعْمِي المُعَمِّلُ المُعَمِ